শেষ হলো ইন্টারনেট মেলা

ক্রেতার আগ্রহ শুধু মোবাইল সিম

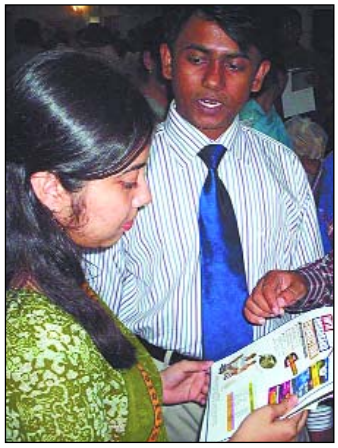

অফুরন্ত জ্ঞানের ভান্ডার ইন্টারনেট। ইন্টারনেট সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে গত ২৭ এপ্রিল থেকে ৩ মে ঢাকার ভাসানী নভোথিয়েটারে ইন্টারনেট মেলা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ সরকারের বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (আইএসপিএবি) যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই মেলার নামকরণ করা হয় 'ইন্টারনেট ফেয়ার ২০০৫'। 'সার্ভ দি নেট' স্লোগানের এই মেলায় দর্শনার্থীদের আগমন ছিল সন্তোষজনক। এই মেলায় ইন্টারনেট সম্পৃক্ত বিভিন্ন নতুন প্রযুক্তি প্রদর্শিত হয়। এসব নিত্যনতুন প্রযুক্তি দর্শকদের বেশ আকৃষ্ট করে। পাশাপাশি এই মেলা উপলক্ষে একটেল ৩০০ টাকার একটি কার্ডের সঙ্গে ২টি সিম কার্ড বিনামূল্যে উপহার দেয়।

বর্তমানে ঢাকা শহরের প্রায় সবগুলো আইএসপি রাজধানীজুড়ে ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে। এই মেলায় স্কয়ার ইনফরমেটিক্স, বিটিএস, আফতাব আইটি, ডেক্কা এয়ারনেট, একনেট, গ্লোবাল অনলাইন, লিংক থ্রি, গ্রামীণ সাইবারনেট প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান তাদের ভি-স্যাট এবং ফাইবার নেটওয়ার্কের বিভিন্ন দিক প্রদর্শন করে। পাশাপাশি বিভিন্ন স্টলে নেটওয়ার্ক সম্পৃক্ত অত্যাধুনিক সব পণ্য প্রদর্শিত হয়। একটেল তাদের স্টলে অনলাইন আপ সাইড ওয়্যারলেস ইন্টারনেট সিস্টেম প্রদর্শন করে, যা যেকোনো প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে সিগন্যাল রিসিভ করতে সক্ষম। ম্যাট্রোনেট তাদের স্টলে ফাইবার অপটিক ক্যাবলের মাধ্যমে ভিডিও কনফারেন্সিং, মনিটরিং এবং সেন্ট্রাল সার্ভার থেকে মুভি দেখার বিষয়গুলো প্রদর্শন করে। মেলায় মাইক্রোনেটের নেটওয়ার্ক পণ্য নিয়ে স্টল সাজায় গ্লোবাল ব্রান্ড প্রাইভেট লিঃ। পাশাপাশি রিশিত কম্পিউটারস্, স্মরণীসহ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান কম্পিউটার হার্ডওয়্যারও বিক্রি করে। বিডিজবস তাদের বর্তমান অবস্থানকে জানান দিতে মেলায় অংশ নিয়েছে। উল্লেখ্য বর্তমানে গ্রামীন, সিটিসেল, বিএটিবিসহ মোট ১০টি প্রতিষ্ঠান সরাসরি বিডিজবস থেকে চাকরি সংক্রান্ত বায়োডাটা গ্রহণ করে থাকে। অর্থাৎ এসব প্রতিষ্ঠানে চাকরির জন্য আবেদন করতে হয় অনলাইনে বিডিজবসের মাধ্যমে। ইন্টারনেট মেলায় মোট ৫৩টি প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়। তবে মোট স্টল সংখ্যা ছিল ৭৬টি।

'আমার মনে হয় মেলার ভেন্যু হিসেবে ভাসানী নভোথিয়েটার খুব একটা উপযুক্ত নয়। কারণ ভেন্যুটি এমন একটি ব্যস্ত সড়কের পাশে অবস্থিত যেখানে সিগন্যাল ছাড়া বাস থামে না আবার রিকশাও চলাচল করে না। ফলে আমার মতো অনেকেরই যাতায়াতে সমস্যা হয়।' এমনই মত দিলেন মোহাম্মদপুর থেকে মেলা দেখতে আসা রুবায়েত হক রকি। রকির এই মতামতের ব্যাপারে জানতে চাওয়া হয়েছিল ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের সভাপতি আক্তারুজ্জামান মঞ্জুর কাছে। তিনি বলেন, 'আমরা আইসিটি মিনিস্ট্রির সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এই মেলার আয়োজন করেছি। তারা এই ভেন্যুর ব্যাপারে আমাদের অনেক সহযোগিতা করেছে। আর আমরা ব্যবসায়িক স্বার্থে নয়, ইন্টারনেট সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এই মেলার আয়োজন করেছি।'

ইন্টারনেট মেলায় আগত দর্শকদের অধিকাংশই এসেছিলেন সিম কিনতে। সিম কিনতে এসে দেড় ঘন্টা ধরে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা মগবাজারের লাভলী জানান, 'আমি অনেকক্ষণ ধরে সিম কেনার জন্য সিরিয়াল দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। দুটো সিমের একটি নিজের কাছে রাখবো অন্যটি আম্মুকে দেবো। কিন্তু এতো বড় সিরিয়াল যে কখন শেষ হবে বুঝতে পারছি না।' প্রতিদিনই মেলা প্রাঙ্গণের প্রথম ও দ্বিতীয় তলাজুড়ে বিশাল লাইন তৈরি হয় সিম কিনতে আগ্রহীদের। মেলার চতুর্থ দিনে সিম কিনতে আসা আগ্রহী দর্শকদের

অতিরিক্ত চাপে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয় এবং বেশ কয়েকজন দর্শক আহত হন। পরবর্তীতে ঝামেলা এড়াতে ঐদিন সিম বিক্রি বন্ধ করে দেয়া হয় এবং মেলা প্রাঙ্গণে দাঙ্গা পুলিশ মোতায়েন করা হয়। সিম কেনা নিয়ে এসব ঝামেলা দেখে অংশগ্রহণকারী অনেক প্রতিষ্ঠানও বিরক্ত। এ সম্পর্কে গ্লোবাল একসেসের সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার সাইদ জানান, 'ইন্টারনেট মেলায় এ ধরনের মোবাইল প্রতিষ্ঠানের অংশ নেয়া ঠিক হয়নি। এখানে আগত বেশির ভাগ দর্শকই সিম কেনার জন্য এসেছেন। এরা অযথা ভিড় তৈরি করে মেলার প্রকৃত দর্শকদের চলাচলে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। যা মোটেই কাম্য নয়।' নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আরো কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাও এ বিষয়ে বিরক্তি প্রকাশ করেন। মোবাইল প্রতিষ্ঠানের অংশ গ্রহণের ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে আক্তারুজ্জামান মঞ্জু জানান, 'মেলায় একটেলের স্বল্প মূল্যে সিম বিক্রি দর্শকদের মনে একটি বাড়তি আকর্ষণ তৈরি করেছে। ফলে এখানে প্রচুর ভিড় হচ্ছে। তবে যেসব দর্শক সিম কিনতে এসেছেন তারাও মেলা প্রাঙ্গণ ঘুরে দেখছেন। আর মেলা হলে তো ভিড় হবেই।'

বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর শতকরা ৭০ ভাগ ঢাকাকেন্দ্রিক। তবে ঢাকা এবং চট্টগ্রামের বাইরের শহরগুলোতে ইন্টারনেট তেমন সহজলভ্য নয়। মফস্বল শহরগুলো থেকে ডায়ালআপের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্রাউজ করা হলে তা অনেক ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার হয়। ইন্টারনেট মেলায় মোট ১১টি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারগুলোর বিষয়বস্তুর মধ্যে ছিল ফাইবার অপটিক সাবমেরিন ক্যাবল, থ্রিজি ইন্টারনেট, জিপিআরএস ইত্যাদি। বেশ কয়েকটি সেমিনারে আলোচকরা ইন্টারনেটের বিকাশে সরকারের আরো বেশি সহযোগিতা কামনা করেন। এই বিষয়ে বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির সাবেক সভাপতি মোস্তফা জব্বার জানান, 'সরকার ভিওআইপি এখনো উন্মুক্ত করেনি। ফলে আমরা ডাটা সার্ভিস, কল সেন্টারের কাজগুলো এ দেশে করতে পারছি না। আবার ঢাকার বাইরের শহরগুলো থেকে ডায়ালআপ ইন্টারনেট ব্যবহার করলে এনডাব্লিউডি কল চার্জ করা হয়। যা ইন্টারনেটকে ছড়িয়ে দেয়ার পক্ষে একটি বিরাট অন্তরায়। সর্বোপরি সাবমেরিন ক্যাবল কক্সবাজার পর্যন্ত আসার বিষয়টি চূড়ান্ত হয়েছে। কিন্তু কক্সবাজার থেকে ঢাকা আসার বিষয়টি এখনো চূড়ান্ত হয়নি। ফলে আমাদের ভূখন্ডে সাবমেরিন ক্যাবলের প্রবেশ ঘটলেও তা কবে থেকে ব্যবহার করা যাবে সে বিষয়টি নিশ্চিত নয়। আর সাবমেরিন ক্যাবল না আসা পর্যন্ত থ্রিজি ইন্টারনেট সেবা প্রদানও সম্ভব হবে না। এসব বিষয়ে সরকারের আরো বেশি অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে আসা উচিত।'

মেলা উপলক্ষে ইন্টেলের সৌজন্যে একটি ব্রাউজিং ও একটি গেমিং জোন তৈরি করা হয়েছিল। ফ্রি ব্রাউজিং জোনে প্রথম দু'দিন ইন্টারনেট না থাকলেও পরবর্তীতে প্রচুর দর্শক এখান থেকে ইন্টারনেট ব্রাউজ করে। আর গেমিং জোনতো এখন আইসিটি মেলাগুলোর একটি অপরিহার্য অংশে পরিণত হয়েছে। এখানেও প্রচুর গেমারের অংশগ্রহণ ছিল।

মোঃ আরাফাতুল ইসলাম

রোবট জকি

মধ্যপ্রাচ্যে উটের দৌড় খেলার চেয়েও বেশি এক অদম্য নেশা। ওজন যতো কম উট ছোটে তত দ্রুত। এ কারণেই এশিয়ার বিভিন্ন দরিদ্র দেশ থেকে প্রতি বছর পাচার হয় ছোট ছোট শিশু। পরিসংখ্যান বলছে, মধ্যপ্রাচ্যে ৪০ হাজারেরও বেশি শিশু কাজ করছে উটের জকি হিসেবে। এর অধিকাংশই সংগ্রহ করা হয় অপহরণ কিংবা মিথ্যা চাকরির প্রলোভনে ভুলিয়ে। সম্প্রতি এক আইনে ১৫ বছরের নিচে কোনো শিশুকে জকি হিসেবে ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম হয় উটদৌড়। সম্প্রতি জকি হিসেবে মানবশিশুর বদলে রোবট জকি ব্যবহারে সাফল্য পাওয়া গেছে। হালকা ওজনের রোবট জকি রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

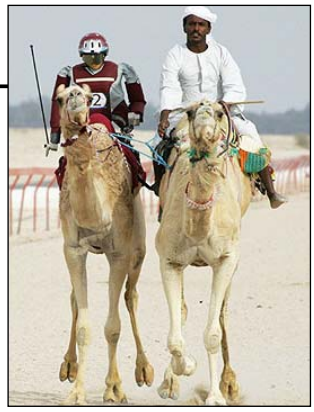

মানুষ ও রোবট জকির তুলনামূলক কার্যকারিতা বিশ্লেষণ

দোহায় জকি রোবটের কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হচ্ছে

রিমোট কন্ট্রোল হাতে রোবট জকির মূল গবেষক আলেকজান্ডার কোল্ট (ডানে)

কাতারের দোহায় শাহানিয়াহ প্রতিযোগিতায় ফজিল নামের উটের পিঠে রোবট জকি

কাতারে উটের দৌড় প্রতিযোগিতায় পরীক্ষামূলকভাবে প্রথম রোবট জকির ব্যবহার

সেফওয়ে পেস্ট কন্ট্রোল